নয়া দিগন্ত

১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল ১৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল সাড়ে ৭টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

ঢাবির জগন্নাথ হলে আলোচনা সভায় ভিসি অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানসহ শিক্ষকরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক

৩য় পৃষ্ঠার পর

দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র গুরুদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতাবদ্ধতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সে সময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সব মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এ ছাড়া নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সব হল মসজিদে নিহতদের শান্তি কামনা করে মুনাজাত করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬ জন ছাত্র, ১৪ জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০ জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

ভোরের কাগজ

১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল জগন্নাথ হল অক্টোবর স্মৃতি ভবনে টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালন

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল সাড়ে ৭টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনে টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-

মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুন্সী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এছাড়া নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ওই দুর্ঘটনায় ২৬ জন ছাত্র, ১৪ জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০ জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন। বিজ্ঞপ্তি

মানব কণ্ঠ

১৬ অক্টোবর ২০২৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে গতকাল মঙ্গলবার পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন —মানবকণ্ঠ

জগন্নাথ হল 'ট্র্যাজেডি' স্মরণ করল ঢাবি

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের একটি ভবনের ছাদ ধসে ছাত্র, কর্মচারী, অতিথিসহ ৩৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

ঢাবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে 'শোক দিবস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গতকাল মঙ্গলবার সকালে শোকযাত্রা করে জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনের টিভি কক্ষে উপাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল তাতে অংশ নেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের একটি ভবনের ছাদ ধসে ছাত্র, কর্মচারী, অতিথিসহ ৩৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এরপর থেকে বছরের এদিনটি বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। শোকাবহ ওই ঘটনার স্মরণেই জগন্নাথ হলে নির্মিত হয়েছে 'অক্টোবর স্মৃতি ভবন'।

আলোচনা সভায় উপাচার্য বলেন, ১৫ অক্টোবরের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল। সেসময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সকল মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়।

এছাড়া নিহতদের তৈলচিত্র এবং বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা হয়। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হবে।

আজকের পত্রিকা

১৬ অক্টোবর ২০২৪

নানা আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

ঢাবি প্রতিনিধি

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শোক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অক্টোবর দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে জগন্নাথ হলের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভাও।

সকাল সাড়ে ৭টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শোকর‍্যালি নিয়ে জগন্নাথ হলের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনের টিভিকক্ষে নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা প্রমুখ বক্তব্য দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস ছিল গতকাল। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অক্টোবর দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে জগন্নাথ হলের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩১ আশ্বিন ১৪৩১

DU in Media

16 October 2024

আজকালের খবর
১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শোক দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭ টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নিহতদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতাবদ্ধতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলো। সেসময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিলো। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সকল মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এছাড়া, নিহতদের তৈলচিত্র ও এ সম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬ জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

আমাদের সময়
১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

ঢাবি প্রতিবেদক ■

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকালে শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনের টিভিকক্ষে উপাচার্য নিয়াজ আহমদের সভাপতিত্বে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য বলেন, মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সময় উপ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা ও মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ভবন ধসে ২৬ জন ছাত্র, ১৪ জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০ জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

দেশ রুপান্তর
১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল সাড়ে ৭টায় শোক মিছিলসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনের টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩১ আশ্বিন ১৪৩১

DU in Media

16 October 2024

দৈনিক বর্তমান

১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

ঢাবি প্রতিনিধি

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭ টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক

রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নিহতদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতাবদ্ধতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলো। সেসময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিলো। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সকল মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এছাড়া, নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

আমার সংবাদ

১৬ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী-সকাল সাড়ে ৭টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নিহতদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতাবদ্ধতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলো। সেসময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সব মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এ ছাড়া নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ সব হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। -বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক বর্তমান

১৬ অক্টোবর ২০২৪

উপাচার্য সম্পর্কে জেড আই পান্নার বক্তব্যের প্রতিবাদ ঢাবি কর্তৃপক্ষের

বর্তমান প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্পর্কে সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেলে আইনজীবী জেড আই খান পান্নার দেওয়া বক্তব্য 'অবমাননাকর' উল্লেখ করে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার ঢাবির জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। একইসাথে বিজ্ঞপ্তিতে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

উপাচার্য সম্পর্কে জেড

দলের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত করে জেড আই খান পান্না যে বক্তব্য দিয়েছেন তা 'নির্জলা ও সর্বৈব অসত্য', 'বিদ্বেষপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান সম্পর্কে আইনজীবী জেড আউই খান পান্নার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

জেড আই খান পান্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির অতীত ইতিহাস জানার দাবি করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত করে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা নির্জলা ও সর্বৈব অসত্য, বিদ্বেষপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে, উপাচার্য জীবনের কোন পর্যায়ে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলীয় সংগঠনের সঙ্গে কখনও সম্পৃক্ত ছিলেন না। ভবিষ্যতেও তাঁর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ নেই। ইতিপূর্বে সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত একাধিক বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য তাঁর এ অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন পুরো সময় তিনি অনাবাসিক ছাত্র ছিলেন। জনাব পান্না কিংবা তাঁর বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে উপাচার্যের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। পান্নার এ ধরনের বক্তব্য উপাচার্যের সম্মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩১ আশ্বিন ১৪৩১

DU in Media

16 October 2024

আমাদের সময়

১৬ অক্টোবর ২০২৪

১৫ জুলাই-৫ আগস্ট

ঢাবিতে সহিংসতায় জড়িতদের চিহ্নিতে তথ্যানুসন্ধান কমিটি

ঢাবি প্রতিবেদক ●

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে সরকার পতনে গত ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিকব্যবস্থা নিতে সাত সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত রেজিস্ট্রার দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও স্যার এএফ রহমান ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

ঢাবিতে সহিংসতায় জড়িতদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হলের প্রভোস্ট কাজী মাহফুজুল হক সুপণকে আহ্বায়ক করে আইন অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক নাদিয়া নেওয়াজ রিমি, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা, সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূঁইয়াকে সদস্য এবং ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তদন্ত) শেখ আইয়ুব আলীকে কমিটির সচিব করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজন মনে করলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

এই কমিটিকে আগামী ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কমিটির আহ্বায়ক কাজী কাজী মাহফুজুল হক সুপণ দৈনিক আমাদের সময়কে বলেন, আমরা আগামী রবিবারের মধ্যে সব বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হলগুলোতে গণবিজ্ঞপ্তির মতো একটি চিঠি পাঠাব। আমাদের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীরা যা দেখছে বা তাদের কাছে যেসব ভিডিও ও ছবি আছে, সেগুলো একটা ই-মেইল অ্যাড্রেসে পাঠানোর জন্য সেই চিঠিতে আহ্বান করা হবে। এ ছাড়া তারা অনলাইন ড্রাইভের লিংক পাঠাতে পারেন। সেখানে আমরা পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তা দেব।

আহ্বায়ক আরও বলেন, এসব ডকুমেন্টস (ছবি ও ভিডিও) বিশ্লেষণ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে তথ্যদাতাদের আমরা ডাকব। এ ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীদেরও আমরা ডাকব। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যিকারের সহিংসতায় যারা জড়িত ছিল, তাদের চিহ্নিত করা। শাস্তি দেওয়ার কাজ আমাদের না। কোনো নিরীহ শিক্ষার্থী যাতে বিপদে না পড়ে, আমরা সেই বিষয়েও সজাগ থাকব।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ ১৬ অক্টোবর ২০২৪

সহিংস ঘটনার সত্যানুসন্ধানে ঢাবিতে কমিটি

জুলাই অভ্যুত্থান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

কোটা সংস্কার আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সহিংস ঘটনার সত্যানুসন্ধান করে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গত ৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান এ কমিটি গঠন করেন।

গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে 'অতি জরুরি' চিঠিতে কমিটির সদস্যদের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। কমিটিকে ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

সাক্ষ্য আইন বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ কাজী মাহফুজুল হক সুপণকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি করা হয়। তবে কমিটির সদস্যরা প্রয়োজন মনে করলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– ইকরামুল হক, নাদিয়া নেওয়াজ রিমি, আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, নাসরিন সুলতানা ও সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূঁইয়া।

কালের কণ্ঠ

১৬ অক্টোবর ২০২৪

জুলাই-আগস্টে ঢাবির সহিংসতা তদন্তে কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাবি এলাকায় সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের 'তথ্যানুসন্ধান কমিটি' গঠন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহাম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনের বিষয়টি জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার সত্যানুসন্ধান করে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট কাজী মাহফুজুল হক সুপণ।